দৈনিক জনকণ্ঠ

28

তারিখ 30 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রশাসনিক সংস্কার ॥ নূরুন্নবী কমিটি মন্ত্রণালয় সংখ্যা ২২ করার সুপারিশ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সাবেক সচিব নুরুন্নবী চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি সরকারের কাছে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কমিটিতে তাদের রিপোর্টে সরকারী কাজে গতিশীলতা আনা, সংস্থাগুলোর আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতর পরিদফতরের পুনর্গঠন ও সুষমীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেছে। ১৯৯৩ সালের পাঁচ আগস্ট গঠিত কমিটি ৪২ খন্ডের রিপোর্ট তৈরি করতে সময় নিয়েছে দু'বছর দশ মাস।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি ৩৫টির স্থলে ২২টি মন্ত্রণালয় এবং ৫১টি বিভাগের স্থলে ৩৫টি বিভাগ রাখার সুপারিশ করেছে। কমিটির চেয়ারম্যান নুরুন্নবী চৌধুরী বলেছেন, রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে কোন ক্ষমতাসীন দলকে যদি মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াতে হয় সেক্ষেত্রে সিনিয়র নেতাদের পূর্ণ মন্ত্রী এবং জুনিয়র নেতাদের প্রতি বা উপমন্ত্রী করা যেতে পারে। ফলে মন্ত্রণালয় কমানোর জন্য কোন সমস্যা হবে না। কমিটি রিপোর্টে বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে একটি মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরের সুপারিশ করে বলা হয়, মুক্তবাজারের কারণে এসব মন্ত্রণালয়ের কাজ এখন অনেক কমে গেছে। এজন্য চারটি মন্ত্রণালয়কে একটি মন্ত্রণালয়ে রূপ দিয়ে তার অধীনে কয়েকটি বিভাগ গঠনের সুপারিশ করা হয়।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক প্রেসব্রিফিং-এ এর চেয়ারম্যান নুরুন্নবী চৌধুরী রিপোর্টের মূল সুপারিশগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

কমিটি তাদের রিপোর্টে ২৫৭টি সরকারী সংস্থার স্থলে ২২৪টি করার সুপারিশ দিয়েছে। কমিটির পর্যালোচনায় বলা হয়, বিভিন্ন সংস্থায় মোট জনবল রয়েছে ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৪৩০। পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবের ফলে জনবলের সংখ্যা ধরা হয় ৫ লাখ ৫৩ হাজার ১৫৪। এতে উদ্বৃত্ত জনবলের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৬ হাজার ২৭৬। সরকারী বিভিন্ন সংস্থা পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রাক্কলিত নীট আর্থিক আশ্রয় হবে ১৭৪ কোটি টাকা।

মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা প্রসঙ্গে কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছে, স্বাধীন বাংলাদেশ মাত্র ২১টি মন্ত্রণালয় নিয়ে কাজ শুরু করে। এ সংখ্যা ১৯৭৫ সালে ২৬-এ পরিণত হয়। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর '৭৫ সালে এ সংখ্যা ১৩ তে নামে, কিন্তু মাত্র দু'বছরের মধ্যে '৭৭ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ৩০-এ উন্নীত হয়। আবার '৭৮ সালের সামরিক আইন জারির পর সংখ্যা ২৪-এ আনা হয়। কিন্তু ৮০ সালে পুনরায় এ সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত হয়। আবার '৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর এ সংখ্যা কমে ১৯-এ উন্নীত হয়। '৯১ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা ৩৩ এবং '৯৫ সালে সর্বোচ্চ ৩৫-এ উন্নীত হয়। এতে দেখা যায় মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও কর্মপরিধি সরকারের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সরকার সংসদীয় নাকি রাষ্ট্রপতির অধীন, নাকি সামরিক সরকার তার উপরই মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা নির্ভর করে।

কমিটির সুপারিশে পরিকল্পনা কমিশনের আকার ছোট করে একজন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে ক্ষুদ্রতর আকারের জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা গঠনের কথা বলা হয়। এ সংস্থার প্রধান কাজ হবে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন। এছাড়া কমিটি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের ফলে উদ্ভূত সব কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় নামে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর সুপারিশ করেছে। সুপারিশে হিসাব সংরক্ষণ থেকে নিরীক্ষা পৃথক করা এবং ন্যায়পাল আইন অনুযায়ী ন্যায়পাল সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।